দৈনিক
… কিলাব

তারিখ ….2 ….
পৃষ্ঠা … ৮ … কলাম … ১

মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

সরকার ক্ষমতায় এসে শিক্ষক সমাজের অবদানের কথা ভুলে গেছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত বেতন, শতকরা ৫০ ভাগ মহার্ঘভাতা, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা, বাড়ী ভাড়া, পেনশন প্রদান এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবীতে শিক্ষক সংগঠনসমূহ দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী দিয়ে কেন রাজপথে নেমেছে। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী বাজেটে শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন ও [illegible] প্রদানে পৃথক অর্থ ২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক সমাজের কথা ভুলে গেছে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বরাদ্দ না রাখার প্রতিবাদে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যফ্রন্টের আহবানে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় বিক্ষোভ-সমাবেশ ও মিছিল হয়েছে। গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুরে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে কেন্দ্রীয় সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিবাদ-সমাবেশ শেষে মিছিল হয়েছে। মিছিল-পূর্ব সমাবেশে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান জোট সরকার শিক্ষকবিদ্বেষী এবং ওয়াদা ভঙ্গকারী সরকার। নির্বাচনের পূর্বে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া মানার কথা বলে ক্ষমতায় এসে এখন শিক্ষক সমাজের অবদানের কথা ভুলে গেছে। চলতি অর্থ বছরের বাজেট পাস করা হলেও শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে বর্ধিত বেতন-মহার্ঘ ভাতা দেয়ার জন্য বাজেটে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। দাবী আদায়ে সমাবেশ করতে সরকার মাইক ব্যবহার করতে দেয়নি। মিছিলে বাধা দিয়ে, শিক্ষকদেরকে প্রেসক্লাবে যেতে বাধা দিয়ে পল্টন মোড়ে তাদেরকে অবস্থান করতে বাধ্য করেছে। পল্টন মোড়ে কিছুক্ষণ অবস্থানে থেকে ঐক্যফ্রন্ট পরবর্তী কর্মসূচী সফল করার আহ্বান জানিয়ে অবস্থানের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অধ্যাপক কাজী ফারুকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ও মিছিলে নেতৃত্ব দেন কামরুজ্জামান, মোঃ শাহজাহান, আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক আশাদুল হক, মিজানুর রহমান, আবদুস সাত্তার ও আবদুর রশিদ।

শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সভায় শিক্ষামন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল আশরাফুল আলমের সভাপতিত্বে টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত সভায় বলা হয়, দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমপিওভুক্ত করে শিক্ষকদের দারুণ উৎকণ্ঠায় রেখে তাদের দুর্নীতির দায়ভার শিক্ষকদের ওপর বর্তানোর পাঁয়তারা করছে। সমন্বয় পরিষদের সভায় বলা হয়, পরিষদের দাবীসমূহ মেনে নেয়া না হলে কিছুদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত, স্মারকলিপি পেশ এবং সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন শেখ আবদুস ছালাম, রবিউল হক, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, শাহাবুদ্দিন, হাবিবুর রহমান, শহীদুল্লাহ মোল্লাহ, ইব্রাহীম খলীল, আবুল খায়ের প্রমুখ।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (সামসু-বাচ্চু), আহ্বানে জাতীয় শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের একদফা দাবীতে কিছু কিছু বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ১ ঘন্টা কর্মবিরতি সফলভাবে পালন করায় তাদেরকে অভিনন্দন জানানো হয়। নেতৃদ্বয় পরবর্তী কর্মসূচী সফলেরও আহ্বান জানিয়েছেন।